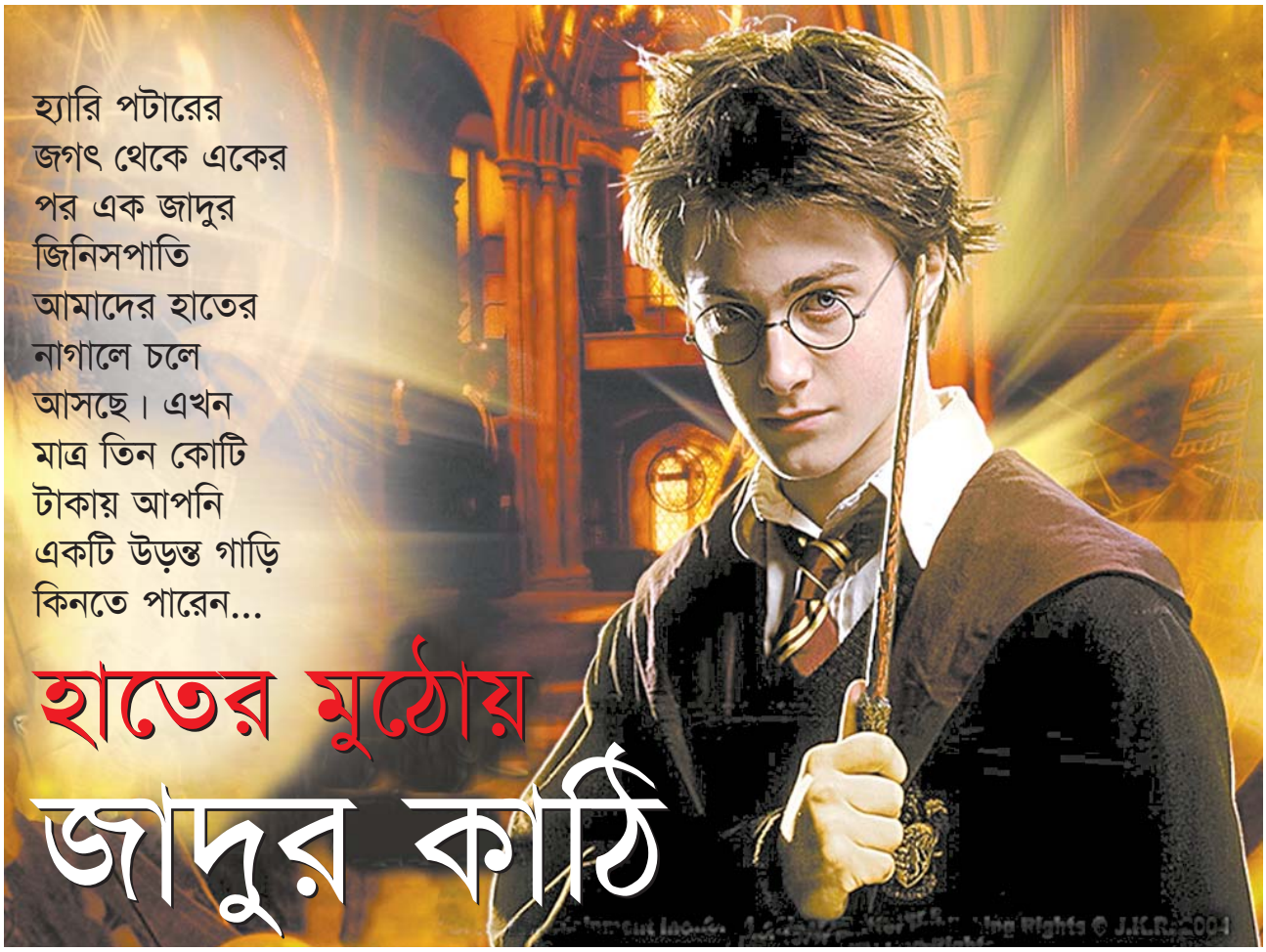

হ্যারি পটারের জগৎ থেকে একের পর এক জাদুর জিনিসপাতি আমাদের হাতের নাগালে চলে আসছে। এখন মাত্র তিন কোটি টাকায় আপনি একটি উড়ন্ত গাড়ি কিনতে পারেন...

হাতের মুঠোয় জাদুর কাঠি

একবার চিন্তা করে দেখুন, হ্যারি পটারের জাদুর দেশের মানুষজন কতই না আরামে আছে। কত রকমের আকর্ষণীয় জিনিসপত্রই না তাদের হাতের নাগালে রয়েছে! জাদুর কাঠি, জাদুর বইপত্র, উড়ন্ত গাড়ি-ঘোড়া, ক্রমস্টিক অদৃশ্য হবার পোশাক, আরও কত কিছু!

তাই হঠাৎ করে এটা শুনলে অবাক লাগতে পারে, কিন্তু আসলে হ্যারি পটারের জাদুর জগতের সঙ্গে আমাদের জগতের তফাৎ খুব একটা বেশি নয়। কিন্তু সেখানে তো উড়ন্ত গাড়ি- ঘোড়া আর অদৃশ্য হবার পোশাক সাধারণ ব্যাপার মাত্র! তবে আমরাও খুব একটা পিছিয়ে নেই। আমাদের প্রযুক্তি আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে তাদের অনেক জাদুর ব্যাপার-স্যাপারকে বাস্তবে রূপ দিয়েছি।

এখন সারা দুনিয়া জুড়ে বিজ্ঞানীরা এমন এমন সব আবিষ্কার করে চলেছেন যেগুলো জে কে রোউলিংয়ের জাদুকে আমাদের প্রতিদিনের জীবনের অংশ করে ফেলতে পারে।

কাজ পালানোর জন্য একটি অদৃশ্য হবার পোশাক দরকার? টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের তাচি ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীরা একটি অদ্ভুত বস্তু তৈরি করেছেন, যা পরে থাকলে আপনাকে পুরোপুরি অদৃশ্য না হলেও স্বচ্ছ দেখাবে। এটি একটি আলখাল্লার মতো করে পরলে, আপনার পেছন দিকে যা আছে তা সামনে থেকে দেখা যাবে। এখানে ক্যামেরা ও প্রজেক্টরের মাধ্যমে পেছনের দৃশ্য সামনের দিকে তুলে ধরা হয়।

অদ্ভুত এ পোশাকে পুরোপুরি অদৃশ্য না হলেও স্বচ্ছ দেখাবে

এখন পর্যন্ত এটি শুধু একদিক থেকে কাজ করে। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য এটি যথেষ্ট। ধারণা

Rv`i g¨v‡ci ev¯e i|c cwjgvi wfkb

করা হচ্ছে যে, ২০০৮ সালের দিকে এটি সহজলভ্য হবে, এবং তখন এটি অনেক ধরনের কাজ করতে সক্ষম হবে। যেমন, এটি প্লেনের ককপিটের মেঝে স্বচ্ছ করে দিতে পারবে- যাতে পাইলটদের সুবিধা হয় অবতরণ করতে।

হ্যারির দুনিয়া থেকে আরও প্রযুক্তি আসছে। পটার সিরিজের তৃতীয় বইয়ে হ্যারি পরিচিত হয় 'মাড়াউডার'স ম্যাপ'-এর সঙ্গে। এটি একটি জাদুর ম্যাপ বেটি হগওয়ার্টস স্কুলের সব মানুষজন এবং জীবজন্তুকে কোথায় আছে, কে কোথায় যাচ্ছে তা দেখায়।

নেদারল্যান্ডসের রয়াল ফিলিপস্ ইলেকট্রনিকস্ক (PHG) নামের একটি কোম্পানি খুব শিগগিরই এরকম একটি প্রযুক্তি বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে। তারা এটির নাম দিয়েছে পলিমার ভিশন। এটি নমনীয় একটি ডিসপ্লে স্ক্রিন যা ইচ্ছামত ভাঁজ করা যাবে। একটি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে এটি তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

এই প্রযুক্তি ব্যবহার করে মরুভূমির মাঝখানে একজন সৈনিক বহুদূরের এক কন্ট্রোল টাওয়ারের কাছ থেকে তথ্য পেতে পারে। কন্ট্রোল টাওয়ারটি স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যুদ্ধক্ষেত্রের সৈনিক এবং শত্রুদের অবস্থান চিহ্নিত করতে পারবে। এভাবে সৈনিকটি আশপাশের শত্রু এবং অন্যান্য সৈন্যদের অবস্থান জানতে পারবে।

এমনকি একটি উড়ন্ত গাড়িও আসছে! ক্যালিফোর্নিয়ার মোলার ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি কোম্পানি গড়ে উঠেছে M400 স্কাইকার নামের একটি গাড়ি তৈরি করবার জন্য। গাড়িটি রাস্তায় ৩৫ মাইল বেগে চলতে পারে। তবে এটির অন্যতম বিশেষত্ব হচ্ছে, এটি ছোটখাটো জায়গা যেমন, পার্কিং লট থেকে সোজা আকাশে উঠে যেতে পারে। এটি কম উচ্চতায় ৩৫০ মাইল বেগে উড়ে চলতে পারে। এটির দাম পড়বে মাত্র ৩ কোটি টাকা। কোম্পানিটি আপাতত অপেক্ষা করছে গাড়িটি বাজারজাতকরণের অনুমতি পাওয়ার জন্য। অনুমতি পেলে তারা এটি বাজারজাত করার সঙ্গে সঙ্গে এর দাম কমিয়ে আনতে পারবে বলে আশা করছে।

পটার জগতে বইপত্রের ছবিগুলো কথা বলতে পারে আর পারে নড়াচড়া করতে। এতে পাঠকদের মনোযোগ ঠিক থাকে। আমাদের বিজ্ঞানের পৃথিবীতে নিউজিল্যান্ডের গবেষকরা বইয়ের মধ্যে 3D অ্যানিমেশন যোগ করার পদ্ধতি বের করেছেন।

এই অ্যানিমেশনগুলো দেখানো হবে একটি হ্যান্ডহেল্ড ভিউয়ারের সাহায্যে, যেটি খেয়াল রাখবে পাঠক বইয়ের কোথায় তাকিয়ে আছে এবং সেই অনুযায়ী অ্যানিমেশন শব্দ এবং ছবি দেখাবে! এটার নাম? জাদুর বই!

যদিও আমাদের জাদুর কাঠির আকৃতির সুপার রিমোট কন্ট্রোলার পেতে অনেক সময় লাগবে, যে সব গল্প এখন আমরা রূপকথার বইয়ে পড়ছি তা পুরোপুরি উপলব্ধি করে ওঠার আগেই তা আমাদের হাতের নাগালে এসে যাচ্ছে।

অবশ্য আমি এখনও অপেক্ষা করছি জাদুকরদের মতো ব্রুমস্টিকে চড়ে ওড়ার জন্য। আশা করা যায় আর ত্রিশ বছর পর সবাই সেগুলোতে চড়ে বেড়াবে। হয়তো তখন আমি আমার সাধ মেটাতে পারব।

আহমেদ আশিফুল হক

¯wBKvi-G Kg D”PZvq 350 gvBj †e‡M Do‡Z cvi‡e

লিনাক্সে বাংলা সাপোর্ট

উইন্ডোজ এক্সপির পর এবার বাংলা ভাষা যুক্ত হচ্ছে লিনাক্স অপারেটিং সিস্টেমে। লিনাক্স বাংলা ভার্সনের সঙ্গে রয়েছে বাংলায় অফিস স্যুট, স্প্রেড শিট, প্রেজেন্টেশন টুল, ওয়েব ব্রাউজার এবং ই-মেইল ক্লায়েন্ট সফটওয়্যার। এটি ইউনোকোড সাপোর্ট করবে এবং ডিজিটালাইজড বাংলা টেক্সট শেয়ারিং সুবিধা পাওয়া যাবে। অন্যান্য লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজের মতোই বাংলা ভার্সন রেড হ্যাটের জিনোম ডেস্কটপ কনফিগারেশনে ব্যবহার করা যাবে। অর্থাৎ সিস্টেম এডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে বাংলা ভাষায় প্রিন্টার যুক্ত করা, ইন্টারনেট কানেকশন সেটআপসহ সব কাজ করতে পারবেন। ইনস্টলেশন গাইডও বাংলায় পাওয়া যাবে। এর ফলে বাংলা ভাষাভাষীরা কম খরচে বাংলায় কম্পিউটিংয়ের সুযোগ পাবে। ই-গভর্নেন্স এবং শিক্ষা খাতে বাংলা ভাষার ব্যবহার কম্পিউটারকে সাধারণ মানুষের আরো কাছে নিয়ে আসবে। প্রাথমিক শিক্ষায় বাংলা ভাষা শিশু-কিশোরদের কম্পিউটার সম্পর্কে অযাচিত ভীতি দূর করবে বলে লিনাক্স এক্সপার্টরা মনে করেন। পাশাপাশি সাধারণ নাগরিকরা বাংলায় ইলেকট্রনিক সরকারের সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। উল্লেখ্য, লিনাক্সে বাংলা ভাষার পাশাপাশি হিন্দি, গুজরাটি, পাঞ্জাবি এবং তামিল ভাষা যুক্ত করা হয়েছে। আর এ সবই পাবেন রেড হ্যাট এন্টারপ্রাইজ লিনাক্স ভার্সন ৪-এ এবং এটি বাজারে আসবে এ বছরের মাঝামাঝি সময়ে।

জাহাঙ্গীর আলম জুয়েল